Royani Gaan of Barisal

Royani has no lexical meaning. However, in the Barisal-Patuakhali area, the Smriti Katha or Mahatmyaganta, especially the lyrical story of Lakshinder's quest for divinity from the birth of the serpent goddess Mansa to his attainment of full life, is known as Royani. Their authors are called Raanikaras. From this point of view, Royani can be said to have originated from the word Rayan (Memoir).

On the other hand, because this song is performed throughout the night, the word Royani can be derived from the word Rajni. But most are of the opinion that Royani is a Yatra (journey means when one leaves from one place to another) category song. As a result, the word Royani is derived from the East Bengali word for journey. Apart from this, Raanigan Chand Saudagar's business-related and Behula's husband Lakshinder's journey song to get a new life (Abhijatra-Jatra-Rawana-Rawana-Raani) has been named Royani.

The practice of snake worship is very ancient. Instead of worshiping the snake as a snake, it has been worshiped as a serpent deity or sarpatma. Snake worship is prevalent in different parts of the world. Aborigines of Australia have serpent totems; But there is no custom of snake worship. Snake gods are almost everywhere in Africa. Snake worship in India is basically the worship of the snake god. Mansa has been worshiped as a snake goddess in Bangladesh. It can be said that Royani Sangeet originated from Mahatmyakirtans and hymns dedicated to the Goddess. Mangal Kavya, one of the most popular genres of Bengali literature, emerged and developed in the middle ages based on these stories prevalent in the folk society.

Barisal region is full of canals and rivers. The climate here is humid and the soil is very moist. Also the environment is very suitable for snakes to live. Therefore, the prevalence of snakes is also very high in this region. Moreover, this vast lowland was once a part of the Sundarbans itself. As a result, a very deadly poisonous snake has gathered here. This geographical environment of South Bengal is where there is a threat of snake attack at any careless moment. The spread of music based on this special Nisarga worship is quite natural.

At one time, this music was performed in the homes of South Bengal. The audience of this song is irrespective of Hindus and Muslims. Every year especially with the arrival of monsoons (Ashadha and Shravan) when the cruelty of snakes increased, Mansa Puja or Mansa Mahatmya was performed in the villages of the region and even almost in families. From the first to the last day of the month of Shravana, virtues and stories are celebrated in Mansa with respect, fear and good wishes.

Royanikars then perform Royani day and night in Sangeetkara like-

...this is not in the month of Shravana

It rains often.

How will I be?

in the dark

I am waiting for gold

Welcomed black

Kina Sape Dangshil tare

So tell me...

The melody of this song is composed in the same formula with the relentless flow of a rainy day. This song conveys compassion like the tears of people in the rhythm of the sound of rain. This song is purely regional and natural. Apart from this, spatial variation is also largely responsible for the regional limitations of Royani music. Royani's subject, place, event flow and analysis and character depiction have exclusively presented the geography, people, natural disasters, townships of the southern region.

বরিশালের রয়ানী গান

রয়ানীর কোন আভিধানিক অর্থ নেই। যাইহোক, বরিশাল-পটুয়াখালী অঞ্চলে স্মৃতিকথা বা মাহাত্ম্যগন্ত, বিশেষ করে লক্ষীন্দরের সর্প দেবী মনসার জন্ম থেকে তার পূর্ণ জীবন লাভ পর্যন্ত দেবত্বের অন্বেষণের গীতিকথা, যা রয়ানী নামে পরিচিত। তাদের রচয়িতাদের বলা হয় রাণীকর। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, রয়ানী শব্দটি রায়ান (স্মৃতি) থেকে এসেছে বলা যেতে পারে।

অন্যদিকে, যেহেতু এই গানটি সারা রাত ধরে পরিবেশিত হয়, তাই রজনী শব্দ থেকে রয়ানী শব্দটি নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু অধিকাংশের মতে রয়ানী হল একটি যাত্রা (যাত্রা মানে যখন একজন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়) ক্যাটাগরির গান। ফলস্বরূপ, রয়ানী শব্দটি যাত্রার পূর্ব বাংলা শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এ ছাড়া রাণীগান চাঁদ সওদাগরের ব্যবসা-সংশ্লিষ্ট এবং বেহুলার স্বামী লক্ষীন্দরের নতুন জীবন পাওয়ার যাত্রা গানের (অভিযাত্রা-যাত্রা-রাওয়ানা-রাওয়ানা-রানি) নাম রাখা হয়েছে রয়ানী।

সাপ পূজার প্রথা অতি প্রাচীন। সাপকে সাপ রূপে পূজা না করে সর্প দেবতা বা সর্পত্মা রূপে পূজা করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সাপের পূজার প্রচলন রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের সর্প টোটেম আছে; কিন্তু সাপ পূজার প্রথা নেই। আফ্রিকার প্রায় সর্বত্রই সাপের দেবতা রয়েছে। ভারতে সাপের পূজা মূলত সাপের দেবতার পূজা। বাংলাদেশে মনসাকে সাপের দেবী হিসেবে পূজিত করা হয়। এটা বলা যেতে পারে যে রয়ানী সঙ্গীতের উৎপত্তি মাহাত্ম্যকীর্তন এবং দেবীকে উৎসর্গ করা স্তোত্র থেকে। মঙ্গল কাব্য, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় ধারা, মধ্যযুগে লোকসমাজে প্রচলিত এই গল্পগুলির উপর ভিত্তি করে উদ্ভূত এবং বিকাশ লাভ করে।

বরিশাল অঞ্চল খাল-বিল-নদীতে পরিপূর্ণ। এখানকার জলবায়ু আর্দ্র এবং মাটি খুবই আর্দ্র। এছাড়াও পরিবেশ সাপের বসবাসের জন্য খুবই উপযোগী। তাই এ অঞ্চলে সাপের প্রকোপও অনেক বেশি। তাছাড়া এই বিস্তীর্ণ নিম্নভূমি একসময় সুন্দরবনেরই অংশ ছিল। ফলে এখানে জড়ো হয়েছে মারাত্মক বিষাক্ত সাপ। দক্ষিণবঙ্গের এই ভৌগোলিক পরিবেশ যেখানে যেকোনো অসতর্ক মুহূর্তে সাপের আক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে। এই বিশেষ নিসর্গ পূজাকে কেন্দ্র করে সঙ্গীতের প্রসার খুবই স্বাভাবিক।

এক সময় দক্ষিণবঙ্গের ঘরে ঘরে এই সঙ্গীত পরিবেশিত হতো। এই গানের শ্রোতা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে। প্রতি বছর বিশেষ করে বর্ষা আসার সাথে সাথে (আষাঢ় ও শ্রাবণ) যখন সাপের নিষ্ঠুরতা বেড়ে যায়, তখন এই অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে এমনকি প্রায় পরিবারে মনসা পূজা বা মনসা মাহাত্ম্য করা

হতো। শ্রাবণ মাসের প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত পুণ্য ও কাহিনী মানসায় পালিত হয় শ্রদ্ধা, ভয় ও শুভ কামনায়।

রয়ানীকাররা তখন সঙ্গীতকারায় দিনরাত রাণী পরিবেশন করে যেমন-

...এটি শ্রাবণ মাসে নয়

প্রায়ই বৃষ্টি হয়।

আমি কেমন হব?

অন্ধকারে

আমি সোনার জন্য অপেক্ষা করছি

স্বাগত জানালেন কালো

কইনা সাপে দংশিল তারে

তাই আমাকে বল...

এই গানের সুর একই সূত্রে রচিত হয়েছে বৃষ্টির দিনের অবিরাম প্রবাহের সাথে। এই গান বৃষ্টির শব্দের ছন্দে মানুষের কান্নার মতো মমতা প্রকাশ করে। এই গানটি সম্পূর্ণ আঞ্চলিক এবং প্রাকৃতিক। এছাড়াও, স্থানিক ভিন্নতাও রয়ানী সঙ্গীতের আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতার জন্য অনেকাংশে দায়ী। রয়ানীর বিষয়বস্তু, স্থান, ঘটনাপ্রবাহ এবং বিশ্লেষণ এবং চরিত্র চিত্রণ একচেটিয়াভাবে দক্ষিণাঞ্চলের ভূগোল, মানুষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জনপদকে উপস্থাপন করেছে।